উক্রাইনীয়
উপকথা

বুলবুলি

একদিন এক ধনী ভদ্রলোক একটা বুলবুলি পাখি ধ'রে তা'কে খাঁচায় পুরতে চাইলেন। কিন্তু পাখিটা তাঁ'কে বললোঃ

"আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমায় ভালো উপদেশ দেবো। হয়তো সেটা তোমার কাজে লাগবে।"

ধনী ভদ্রলোকটি বুলবুলিকে ছেড়ে দেবেন কথা দিলেন।

তখন বুলবুলি তাঁ'কে প্রথম এই উপদেশ দিল ঃ "কর্তা, যা' তুমি ফেরাতে পারবে না, তা' নিয়ে কখনো আফসোস ক'রো না।"

আর দ্বিতীয় উপদেশ দিল ঃ "যুক্তিহীন কথায় বিশ্বাস ক'রো না।"

এই উপদেশ দু'টি শুনে ধনী ভদ্রলোক বুলবুলিটিকে ছেড়ে দিলেন। বুলবুলি খানিকটা উপরে উড়ে গিয়ে তাঁকে বললোঃ

"এঃ হে···তুমি ভালো করলে না আমায় ছেড়ে দিয়ে; তুমি যদি জানতে আমার কাছে কী রত্ন আছে! আমার ভিতরে আছে প্রকাণ্ড একটা দামি মুক্তো। সেটা পেলে তুমি আরও বড়লোক হ'য়ে যেতে!"

এই কথা শুনে ভদ্রলোক ভারি আফসোস করলেন। উপরে পাখিটা যেখানে ব'সে ছিল, সেদিকে লাফ দিয়ে তিনি তা'কে ধরতে গেলেন।

বুলবুলি বললো ঃ "কর্তা, এখন আমি বুঝলাম, তুমি লোভী, আর বোকাও। যা ফেরাতে পারা যায় না তা'র জন্যে তুমি আফসোস করলে, আর আমার বাজে কথায় বিশ্বাসও করলে! দেখো তো আমার দিকে তাকিয়ে, কতটুকু আমি! আমার ভিতরে বড়ো মুক্তো থাকবার জায়গা কোথায়?"

এই ব'লে সে উড়ে গেল।

হতভাগা নেকড়ে

এক হতভাগা নেকড়ে। খিদেয় তা'র প্রাণ যায় যায়। কোথাও কোনো শিকার জুটছে না। এক চাষীর কাছে গেল সে খাবার চাইতে। ভাব দেখালো যেন সে কতই কাহিল! বললোঃ

"দয়া করো চাষী! আমায় কিছু খেতে দাও, নইলে খিদেয় প্রাণ যে যায়।"

চাষী বললোঃ "তোকে কী খেতে দেবো?"

"যা দেবে তা'ই খাবো।"

"ঐ যে মাঠে পাদ্রীর ঘোড়াটা চ'রে বেড়াচ্ছে, ও তোকে দেখে পালাবে না। তুই ওকেই খেয়ে ফেল।"

তপ্ তপ্ ক'রতে ক'রতে নেকড়ে তাড়াতাড়ি চাষীর কাছ থেকে ছুটে ঘোড়ার কাছে গেল। গিয়ে বললোঃ

"ভালো আছো ঘোড়া ভায়া! চাষী আমায় হুকুম দিয়েছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে।"

"তুমি এমন কে বট হে যে আমায় খাবে?"

সে বললোঃ "আমি নেকড়ে।"

"না, মিছে কথা বলছো—তুমি কুকুর!"

সে বললোঃ "ভগবানের নামে বলছি, আমি নেকড়ে।"

"বেশ, নেকড়েই যদি হও, তা হ'লে আমার শরীরের কোন দিক থেকে তুমি খেতে শুরু করবে?"

সে বললোঃ "কেন, মাথা থেকে!"

ঘোড়া বললোঃ "হাঁ, নেকড়েই বটে! তা আমাকে খাবে যদি ঠিক ক'রেই থাকো, শুরু করো আমার ল্যাজ থেকে। যতক্ষণে তুমি আমার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলবে, আমি ততক্ষণে প্রাণ ভ'রে ঘাস খেয়ে নেবো। আর তুমিও পেটটি ভ'রে আমায় খাবে।"

নেকড়ে বললোঃ "বেশ, ভালো কথা, তা'ই হবে।"

আর সে তক্ষুনি ছুটে গেল ল্যাজের দিকে।

যেই-না নেকড়ে ল্যাজ ধ'রে টান মেরেছে, অমনি ঘোড়াটা পা ছুঁড়ে নেকড়ের চোয়ালে খুরের এমন এক চাট মারলো যে নেকড়ে বুঝতেই পারলো না সে বেঁচে আছে কি না...

আর ঘোড়া, সে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটলো। নেকড়ে তখন ব'সে ব'সে ভাবছেঃ "আচ্ছা বোকা তো আমি? গলা কামড়ে ধ'রলাম না কেন?"

ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে সে আবার গেল চাষীর কাছে খাবার চাইতে। গিয়ে বললোঃ "দোহাই চাষী! যা হোক কিছু খেতে দাও, নইলে যে খিদেয় মারা যাই।"

চাষী বললোঃ "তা হ'লে ঘোড়াটাকে খেয়ে তোর পেট ভরেনি?"

নেকড়ে কঁকিয়ে উঠলো। বললোঃ

"জ্যান্ত ওর গা থেকে চামড়া খুলে তা'ই দিয়ে যদি বেল্ট বানানো যেতো! খেতে পারা দূরে থাক, উল্টে আমার চোয়ালটাই চুরমার হ'য়ে গেছে!"

চাষী ব'ললোঃ "আচ্ছা, তা'ই যদি হয়, তবে যা, ঐ যে মোটা-সোটা একটা ভেড়া খাড়াইয়ের উপর চ'রে বেড়াচ্ছে, তুই গিয়ে ওকে খেয়ে ফেল।"

নেকড়ে চললো।

খাড়াইয়ের উপর ভেড়া চরছে।

নেকড়ে বললো ঃ "ভালো তো ভেড়া ভাই ?"

"ভালো।"

"চাষী আমায় হুকুম দিয়েছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে।"

"তুমি এমন কে বট হে যে আমায় খাবে ?"

"আমি নেকড়ে।"

"মিছে কথা—তুমি কুকুর !"

সে বললো ঃ "না, ভগবানের নামে বলছি, আমি নেকড়ে।"

"নেকড়েই যদি হও তো কিভাবে আমায় খাবে ?"

"কিভাবে খাবো ? কেন, মাথা থেকে শুরু করবো !"

ভেড়া বললো ঃ

"হাঁ, নেকড়েই বটে ! যদি ভেবেই থাকো আমায় খাবে, তা হ'লে বরং খাড়াইয়ের কিনারে এসে হা ক'রে দাঁড়াও, আমি নিজেই তোমার মুখে লাফিয়ে পড়ছি।"

নেকড়ে খাড়াইয়ের ঠিক কিনারটিতে এসে চোয়াল দুটো ফাঁক ক'রে হা ক'রে দাঁড়ালো। ভেড়া তেড়ে এসে নেকড়ের মাথায় এ্যায়সা ঢুঁ মারলো যে, নেকড়ে খাড়াই থেকে গড়িয়ে প'ড়ে গেল। খাওয়াটা তার ভালোই হলো !

বেচারা ব'সে কাঁদতে লাগলো ঃ

"আচ্ছা, আমি কি বোকা ! না, মাথাটাই আমার খারাপ হয়েছে ? কে কোথায় দেখেছে জ্যান্ত শিকার মুখে লাফিয়ে এসে পড়ে ?"

সে ভাবছে আর ভাবছে। আবার গেল সে চাষীর কাছে খাবার চাইতে। বললো ঃ "দয়া করো চাষী ! যা হোক একটা কিছু খেতে দাও, নইলে যে খিদেয় মারা যাই।"

চাষী ব'ললো ঃ

"কেমন খাইয়ে রে বাপু ! তুই চাস খাবার তোর মুখে এসে

পড়ুক। যাক গে, তোর সঙ্গে আর কী তর্ক করবো! যা, ঐ দেখ এক বুড়ী রাস্তার উপর শুয়োরের চর্বি ফেলে গেছে। ঐ চর্বি তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না—ওটা তুই খেতে পাবিই।"

চাষীর কথা মতো নেকড়ে সেখানে গিয়ে দেখলে—চর্বি প'ড়ে আছে। নেকড়ে ব'সে প'ড়ে ভাবলো ঃ "ভালোই হলো। আমি এটা খাবো। কিন্তু এ যে নোন্তা—আমার জল খেতে ইচ্ছা করবে। যাই, আগে জল খেয়ে আসি, আর তার পর…" সে চ'লে গেল।

গেল সে নদীতে জল খেতে। ফিরে আসতে না আসতেই বুড়ী টের পেয়েছে—চর্বি নেই। বুড়ী ফিরে এল—ঐ যে ওটা প'ড়ে আছে। বুড়ী সেটা উঠিয়ে নিল। নেকড়েও ফিরে এসে দেখে—চর্বি উধাও।

সে ব'সে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো ঃ

"আচ্ছা, আমি কি বোকা! না, মাথাই আমার খারাপ হ'য়েছে? খাবার আগে আবার জল খায় কে?"

ব'সে থাকতে থাকতে তা'র এমন খিদে পেল যে পেট একেবারে চুঁই চুঁই। সে আবার গেল চাষীর কাছে খাবার চাইতে। বললো ঃ

"দয়া করো চাষী! যা হোক কিছু খাবার দাও, নইলে-যে আমি আর বাঁচি না।"

"খাবার খাবার ক'রে আচ্ছা জ্বালাতন ক'রে তুলেছিস তো! তোকে নিয়ে আমি যে কী করি! যা, ঐ যে ওখানে গাঁয়ের কাছে একটা শুয়োর চ'রে বেড়াচ্ছে, ওকেই গিয়ে খেয়ে ফেল।"

সে চললো।

"ভালো আছো তো শুয়োর ভায়া! চাষী আমায় হুকুম দিয়েছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে।"

"তুমি এমন কে বট হে যে আমায় খাবে?"

"আমি নেকড়ে।"

"মিছে কথা—তুমি কুকুর!"

"না, আমি নেকড়ে।"

"নেকড়ের খাবার কিছুই নেই! সত্যি?"

সে বললো ঃ "কি-চ্ছু নেই।"

শুয়োর বললো ঃ

"যদি কিছু না-ই থাকে তো ব'সো আমার পিঠে, আমি তোমাকে গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আজ মোড়ল বাছাই হচ্ছে। চাই কি তোমাকেও তারা বেছে নিতে পারে। তখন তুমি প্রাণ ভ'রে খেতে পাবে।"

"বেশ তো, নিয়ে চলো।"

নেকড়ে শুয়োরের পিঠে বসলো। তারা গাঁয়ের পথ ধ'রে চললো। শুয়োর এমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রতে লাগলো যে নেকড়ে ভয় পেয়ে গেল। বললো ঃ "অত চেঁচাচ্ছো কেন তুমি?"

শুয়োর বললো ঃ

"আমি লোকজন ডেকে জমায়েত ক'রছি, যাতে, বুঝলে কিনা নেকড়ে ভায়া, তোমাকে তা'রা তাড়াতাড়ি মোড়ল বানিয়ে ফেলে।"

হঠাৎ দেখা গেল লোহার শিক, চিমটে, কোদাল যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে। দেখে নেকড়ের এমন ভয় লাগলো যে তা'র দম বন্ধ হয় আর কি!

সে চুপি চুপি শুয়োরকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "এত লোক ছুটছে কেন বলো তো?"

সে বললো ঃ "ওরা তোমার কাছেই আসছে।"

দেখতে দেখতে লোকজনেরা এসে নেকড়েকে ঘিরে ফেললো, আর এমন মার মারতে শুরু করলো যে নেকড়ের খাবার ইচ্ছাই উবে গেল। সে মারলো ছুট, পড়লো গিয়ে এক দরজীর ঘাড়ে। লোকটা যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে মাপকাঠি হাতে।

নেকড়ে বললোঃ "আমি তোমায় খাবো।"

"তুমি এমন কে হে যে আমায় খাবে?"

"আমি নেকড়ে।"

"মিছে কথা বলছো—তুমি কুকুর!"

সে বললো ঃ "না, ভগবানের নামে বলছি, আমি নেকড়ে।"

"কিন্তু দেখতে তো তুমি বিশেষ বড়ো নও! আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমায় মেপে দেখি।"

নেকড়ের ল্যাজটা হাতে ধ'রে দরজী মোচড়াতে লাগলো, আর মাপকাঠি দিয়ে তাকে মাপতে মাপতে বললোঃ "এই তুমি লম্বায় আটাশ ইঞ্চি, এই তুমি চওড়ায় আটাশ ইঞ্চি..."

নেকড়ে অমনি দে ছুট!...কিন্তু চাষীর কাছে আর নয়, সে ছুটে গেল নেকড়েদের কাছে।

"নেকড়েভাই সব! সর্বনাশ!"

নেকড়েরা তখন দরজীকে এমন তাড়া করলো যে, দরজী দেখলো বিপদ! 'ঐ যে একটা গাছ।' দরজী গাছে চড়লো, উঠলো গিয়ে একেবারে মগ্‌ডালে। নেকড়েরা গাছ ঘিরে ফেলে দাঁত কড়মড় ক'রতে লাগলো। হতভাগা নেকড়েটা তখন বললোঃ

"না, ভাই সব, এতে কোনো লাভ হবে না! এসো, এক কাজ করা যাকঃ আমি মাটিতে দাঁড়াই, আমার পিঠে তোমরা চড়ো, একজনের উপর একজন—যাতে সিঁড়ি তৈরী হ'য়ে যায়।"

হতভাগা নেকড়ের কথা মতো তা'রা একজনের পিঠে আর একজন উঠে দাঁড়ালো। উপরের নেকড়েটা তখন বললো ঃ

"এবার নেমে এসো তো দরজী ভায়া। আমরা তোমায় খাই!"

দরজী বললো ঃ "আমায় দয়া করো নেকড়ে ভায়েরা, খেয়ো না আমাকে!"

তা'রা বললোঃ "না, তা হ'তেই পারে না। নেমে এসো।"

দরজী বললোঃ "আচ্ছা র'সো, মরবার আগে অন্তত নস্যিটা নিয়ে নি।"

যেই-না দরজী নস্যি নিল, অমনি—হেঁ—চ্—চি! আর নিচেকার নেকড়েটার মনে হলো, দরজী উপরের নেকড়েটাকে মাপছে আর বলছে—'আটাশ ইন্—চি'। বেচারা ব'সে পড়লো ভয় পেয়ে। অমনি সব কয়টি নেকড়েই হুড়মুড় ক'রে গড়িয়ে পড়লো—সে এক নেকড়ের স্তূপ! হতভাগা নেকড়েটা তখন চোঁচা দৌড়। তার পিছনে পিছনে আর সব নেকড়ে…

দরজী তখন গাছ থেকে নেমে পড়লো। ধীরে সুস্থে বাড়ির দিকে পা চালালো।

দরজী ভায়া আছেন সুখে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে।
আমি সেথায় গিয়েছিলাম নেমন্তন্ন পেয়ে॥
আদর ক'রে বসালো আর খেতে দিল মধু।
ঢালতে গেলাম মুখে, আমার দাড়িই খেল শুধু॥
তোমায় দিলাম গল্প, তুমি আমায় দেবে কী?
হ'লে তোমার সোনা দানা, আশায় রইবো কি?
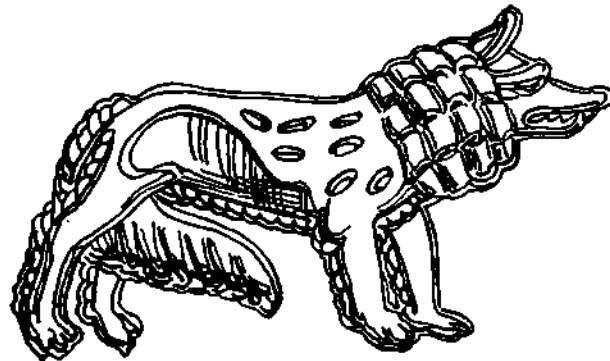
পালক পিতা

তিনটি অনাথ ভাই। বাপও নেই, মাও নেই। না আছে বাড়ি, না আছে ঘর। দিনমজুরের কাজের আশায় তা'রা ঘুরে বেড়াতে লাগলো গাঁয়ে গাঁয়ে, জোতদারদের বাড়িতে বাড়িতে।

ঘুরতে ঘুরতে ভাবছেঃ "ভালো মনিবের কাছে যদি কাজ পেতাম!" এমন সময় দেখতে পেল এক বুড়ো যাচ্ছে—খু-উ-ব বুড়ো, পেট পর্যন্ত লম্বা তার সাদা দাড়ি। ভাইদের কাছে এসে বুড়ো জিজ্ঞেস ক'রলোঃ

"বাছারা কোথায় চলেছো?"

তা'রা জবাব দিলঃ "মজুরের কাজের খোঁজে চলেছি।"

"তোমাদের নিজেদের বুঝি জায়গা জমি নেই?"

তা'রা বললোঃ "না। যদি ভালো মনিব পেতাম, সৎ ভাবে তা'র কথা মতো কাজ ক'রতাম, আর তা'কে নিজের বাপের মতন ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রতাম।"

বুড়ো একটু ভেবে নিয়ে বললোঃ "তা' বেশ তো, তোমরা আমার ছেলে হও, আমি হবো তোমাদের বাবা। শুধু আমার কথা মেনে চ'লো, আমি তোমাদের মানুষ ক'রে তুলবো, সৎ ভাবে ভালোমন্দ বুঝে চলতে শেখাবো।"

ভায়েরা রাজী হ'য়ে সেই বুড়োর পিছু পিছু চললো।

তা'রা চলেছে গহন বনের মধ্যে দিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়ে। চলেছে···চলেছে···এমন সময় দেখতে পেল—রঙ-বেরঙের ফুলে ঘেরা সাজানো গোছানো সাদা কুটীর আর তা'র কাছেই চেরী ফুলের বাগান। সেই বাগানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—ঐ ফুলের মতই প্রফুল্ল, সুন্দর।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বড়ো ভাই ব'লে উঠলোঃ "আহা! এই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো! সেই সঙ্গে কয়েকটা গোরু আর ষাঁড়ও যদি আমার থাকতো!"

বুড়ো তা'কে বললোঃ "এই কথা, তা বেশ তো, চলো তোমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। তোমার একটি বউ হবে। গোরু আর ষাঁড়ও তুমি পাবে। সুখে থেকো, কিন্তু ধর্মকে ভুলো না যেন।"

তা'রা সেখানে গেল, হৈ হুল্লোড় ক'রে বিয়ে হ'লো। তারপর বড়ো ভাই মালিক হ'য়ে তা'র বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে সেই কুটীরেই র'য়ে গেল। বুড়ো ছোটো ভাইদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

তা'রা চলেছে গহন বনের মধ্যে দিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়ে। চলেছে···চলেছে···এমন সময় দেখতে পেল—সুন্দর ঝক্‌ঝকে একখানা কুটীর, আর তা'র পাশেই পুকুর, পুকুরের কাছে একটা গম-ভাঙানো কল্। সুন্দর একটি মেয়ে কুটীরের পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন ক'রছে। দেখে মনে হয়, মেয়েটি বেশ পরিশ্রমী।

মেজো ভাই তা'র দিকে তাকিয়ে বললোঃ "আহা! এই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো! আর সেই সঙ্গে যদি এই গম-ভাঙানো কল আর পুকুরও পেতাম! কলে ব'সে গম পিষতাম—আমার মন ভ'রে উঠতো তৃপ্তিতে, আমি সুখী হতাম!"

বুড়ো তা'কে বললোঃ "বেশ বাবা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

তা'রা সেই কুটীরে গেল। পাকা দেখার পর মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর মেজো ভাই তা'র বউয়ের সঙ্গে ঘর করতে সেই কুটীরেই র'য়ে গেল।

বুড়ো তা'কে বললোঃ "সুখে থেকো, কিন্তু দেখো বাবা ধর্মকে ভুলো না যেন।"

ছোটো ভাই আর পালক পিতা এগিয়ে চললো। যেতে যেতে

দেখতে পেল এক পুরনো ভাঙা কুটীর। কুটীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। দেখতে ভোরের আলোর মতোই সুন্দর। কিন্তু পোষাক তা'র খুবই ছেঁড়া—তালির উপর তালি। ছোটো ভাই ব'লে উঠলোঃ

"এই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো! আমরা দু'জনে মিলে কাজ করতাম—আমাদের ভাত-কাপড় জুটে যেতো। গরীব লোকদেরও কখনো ভুলতাম না। আমরা নিজেরাও খেতাম, তাদেরও ভাগ দিতাম।"

তখন বুড়ো বললোঃ "বেশ বাবা! তা'ই হ'বে। শুধু দেখো, ধর্মকে যেন ভুলো না।"

সেখানে মেয়েটির সঙ্গে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বুড়ো আবার পথ ধরলো।

এই ভাবে তিন ভাই থাকতে লাগলো। বড়ো ভাই এত বড়ো লোক হয়ে উঠলো যে কেবল বাড়ির পর বাড়ি তৈরী করছে আর মোহর জমাচ্ছে। তা'র একমাত্র চিন্তা কেমন ক'রে আরও বেশী মোহর জমাবে। গরীব লোকদের সাহায্য করবার কথা উঠলেই সে আর রা কাড়ে না —একেবারে হাড়-কেপ্পন ব'নে গেছে!

মেজো ভাইও বড়ো লোক হ'য়েছে। কত মজুর তা'র কাছে খাটছে। সে নিজে দিন রাত শুয়ে থাকে, খায় দায় আর হুকুম চালায়।

ছোটো ভাই নির্ঝঞ্ঝাটে দিন চালাচ্ছে। বাড়িতে কিছু জোটে তো সবাইকে দিয়ে খায়; আর না জোটে, সেও ভালো, তা'তেও হা-হুতাশ নেই।

বুড়ো সা-রা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা'র ইচ্ছা হ'লো একবার দেখে আসে ছেলেরা কেমন ক'রে দিন কাটাচ্ছে, ধর্মপথ তা'রা ছেড়েছে কি না। এক বুড়ো ভিখিরীর ছদ্মবেশে সে এল বড়ো ছেলের কাছে। তা'র উঠোনে পৌঁছে মাথা নুইয়ে নমস্কার ক'রে বললোঃ

“আপনার রাজভাণ্ডার থেকে এই বুড়ো ভিখিরীকে কিছু খেতে দিতে আজ্ঞা হয়।”

বড়ো ছেলে জবাব দিল ঃ

“অমন ভান ক'রো না, অতটা বুড়ো তুমি নও। ইচ্ছা হয় তো খেটে খেতে পারো। এই কিছুদিন আগে আমি নিজেও খেটে খেয়েছি। এখন ভেগে পড়ো তো বাপু।”

এদিকে তা'র নিজের বাক্স পেটরা ফেটে পড়ছে জিনিসপত্রে। নতুন নতুন বাড়ি তৈরী হ'য়েছে। ভাঁড়ারে থরে থরে মালপত্র। গোলা ভরা শস্য আর অগুনতি টাকা। কিন্তু ভিক্ষে সে দিল না।

বুড়ো শুধু হাতে চ'লে গেল। প্রায় আধ মাইল পথ এসে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে বড়ো ছেলের বিষয়-সম্পত্তি আর ঘরবাড়ির দিকে যেই-না সে ফিরে তাকিয়েছে, ব্যস—অমনি সব জিনিসে আগুন ধ'রে গেল।

বুড়ো তখন গেল মেজো ভাইয়ের কাছে। গিয়ে দেখলো তা'র গমভাঙানো কল, পুকুর, আর সুন্দর ঘর বাড়ি। নিজে সে কলের কাছে ব'সে আছে। তা'র সামনে গিয়ে একটুখানি মাথা নুইয়ে নমস্কার ক'রে বুড়ো বললো ঃ

“আমায় এক মুঠো ময়দা দাও না দয়াল বাপ! গরীব মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আমার খাবার কিছুই নেই।”

মেজো ভাই জবাব দিল ঃ “হ্যাঁঃ, আমার নিজের জন্যেই ব'লে এখনো গম পেষা হয়নি! তোমার মতন অনেকেই এখানে আসে যায়। সকলের জন্যে তো আর মজুত ক'রে রাখা সম্ভব নয়।”

বুড়ো শুধু হাতে ফিরে গেল। খানিকটা দূরে গিয়ে একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে বুড়ো ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে কলে আগুন ধ'রে গেল।

বুড়ো ছোটো ছেলের কাছে এল। কষ্টেসৃষ্টে দিন চালায় সে। ছোটো কুটীর কিন্তু পরিপাটি।

বুড়ো বললোঃ "আমায় এক টুকরো রুটী দাও না দয়াল!"

ছোটো তা'কে বললোঃ "দাদুমণি, কুঁড়ের ভিতরে যাও, ওখানে তোমায় খেতে দেবে, সঙ্গেও খাবার দিয়ে দেবে।"

বুড়ো ভিতরে গেল। বাড়ির গিন্নী তা'র দিকে চাইলো। দেখতে পেল, বুড়োর পরনে পুরানো ছেঁড়া কাপড়! দেখে তা'র দয়া হলো। ভাঁড়ারে গিয়ে একটা কামিজ আর পাৎলুন এনে সে বুড়োকে দিল। বুড়ো প'রে নিল।

বুড়ো কামিজটা গায়ে পরবার সময় গিন্নী দেখতে পেল, তা'র বুকের উপর একটা বড়ো ঘা। বুড়োকে সে টেবিলের পাশে বসিয়ে খাওয়ালো দাওয়ালো। বাড়ির কর্তা তখন জিজ্ঞেস করলোঃ

"বলো তো দাদুমণি, তোমার বুকের উপর এমন ঘা হ'লো কী ক'রে?"

সে বললোঃ "হ্যাঁ, আমার এমনই ঘা হ'য়েছে যে এতে আমি শীগ্‌গীরই ম'রে যাবো। আমার পরমায়ু আর একটি দিন।"

বউটি বললোঃ "আহা! কী দুঃখের কথা! এই ঘায়ের কি কোনো ওষুধ নেই?"

বুড়ো বললোঃ "আছে, একটা ওষুধ আছে—প্রত্যেকেই দিতে পারে কিন্তু কেউ দেবে না।"

তখন ছোটো ভাই বললোঃ "কেন দেবে না? বলো তো কী সে-ওষুধ?"

"বড়ো কঠিন! কোনো বাড়ির মালিক যদি জিনিসপত্র সমেত তা'র নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর সেই ছাই দিয়ে আমার ঘায়ের উপর প্রলেপ দেয়—তবেই এ ঘা সারবে।"

ছোটো ভাই ভাবনায় পড়লো। অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর বউকে বললো ঃ "তুমি কী মনে কর?"

বউ বললো ঃ "আমার মনে হয় কী জানো, কুঁড়েঘর গেলে আবার আমরা কুঁড়েঘর তৈরি ক'রে নিতে পারবো, কিন্তু এই ভালোমানুষটি মারা গেলে তো আর ফিরে আসছে না।"

তা'র স্বামী বললো ঃ "বেশ, তাই যদি হয়, তবে ছেলেমেয়েদের কুঁড়ের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে এস।"

ছেলেমেয়েদের তা'রা বাইরে নিয়ে এল। নিজেরাও বেরিয়ে এল। ছোটো ভাই একবার তা'র কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখে নিজের জিনিসপত্রের জন্যে তা'র মায়া হলো, কিন্তু বুড়োর জন্যে তা'র মায়া হচ্ছিল আরও বেশী। সে তক্ষুনি আগুন ধরিয়ে দিল। কুঁড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। ভেঙে পড়লো কুঁড়ে। কিন্তু তা'র জায়গায় দেখা দিল আর একটি কুটীর—সাদা, উঁচু, সাজানো, গোছানো।

এদিকে বুড়ো দাদু মিটিমিটি হাসছে। সে বললো ঃ

"দেখছি বাবা, তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র তুমিই ধর্মকে ছাড়নি। তুমি সুখে থাকো।"

তখন ছোটো ছেলে তা'র পালক পিতাকে চিনতে পেরে তা'র দিকে ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তা'র পায়ের চিহ্নও মিলিয়ে গেছে।

সেরকো

একজনের একটা কুকুর ছিল। তা'র নাম সেরকো। কুকুরটা বুড়ো হ'য়েছে—থুরথুরে বুড়ো। লোকটি তা'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সেরকো তখন মনের দুঃখে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

'বছরের পর বছর মনিবের সেবা করেছি, তা'র বাড়ি ঘর পাহারা দিয়েছি। আর আজ আমার এই বুড়ো বয়সে আমায় এক টুকরো রুটি দিতেও সেই মনিবের কষ্ট হয়! আমায় সে তাড়িয়েই দিলে!'

এমনি সে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছে।…হঠাৎ দেখতে পেল একটা নেকড়ে আসছে। নেকড়েটা তা'র কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ "এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন হে?"

সেরকো জবাব দিলঃ "মনিব আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই।"

নেকড়ে বললো ঃ "তাহ'লে এমন একটা কিছু করতে হবে যা'তে মনিব আবার তোমাকে ফিরিয়ে নেয়?"

সেরকো খুশি হয়ে উঠলোঃ "ভাই, তা'ই করো। এ উপকারের বদলে আমিও নিশ্চয়ই তোমার উপকার ক'রবো।"

নেকড়ে বললোঃ "তবে শোনো। যখন দেখবে তোমার মনিবেরা ফসল কাটতে বেরিয়েছেন, আর মনিবগিন্নী তাঁ'র খোকাটিকে ঝোপের ছায়ায় শুইয়ে দিয়েছেন, তখন তুমি খোকার পাশ দিয়ে চ'লে যাবে—তা' হলেই আমি বুঝতে পারবো খোকা কোথায় র'য়েছে। আমি গিয়ে খোকাকে ধরবো। তুমি তা'কে কেড়ে নিতে আসবে। আর আমিও তখন যেন ভয় পেয়েছি এমনি ভাব দেখিয়ে খোকাকে ছেড়ে দেবো।"

মনিবেরা ক্ষেতে ফসল কাটতে বেরোলেন। মনিবগিন্নী তাঁ'র খোকাটিকে ঝোপের ছায়ায় শুইয়ে দিলেন। তারপর নিজেও ফসল কাটতে লেগে গেলেন। তাঁ'র মনে কোন সন্দেহই জাগেনি। হঠাৎ কোথা থেকে তেড়ে এল নেকড়ে। ছেলেটিকে কামড়ে ধ'রে সে মাঠের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো।

নেকড়েকে ধ'রবার জন্যে সেরকো তা'র পিছনে ধাওয়া ক'রলো। আর এদিকে মনিব ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন ঃ "হে-ই সেরকো!"

সেরকো নেকড়েকে ধ'রে ফেললো। ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে সে মনিবের সামনে এনে শুইয়ে দিল। তখন মনিব থলে থেকে রুটি আর খানিকটা চর্বি বের ক'রে বললেন ঃ

"খাও সেরকো! আমার খোকাকে তুমি রক্ষা ক'রেছো, তোমাকে এই খাবার দিচ্ছি, খাও!"

সন্ধ্যেবেলায় তাঁরা মাঠ থেকে ফিরলেন। সেরকোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। বাড়ি পৌঁছে মনিব বললেন ঃ

"বেশ খানিকটা পুডিং তৈরি করো তো গিন্নী। আর হ্যাঁ, চর্বি দিতে মায়া করো না কিন্তু।"

পুডিং তৈরি হলো। মনিব সেরকোকে নিয়ে খাবার টেবিলের ধারে বসিয়ে নিজেও তা'র পাশে বসলেন। বললেন ঃ

"পুডিংটা টেবিলে দাও তো গিন্নী, রাত্রের খাবার সেরে নেওয়া যাক।"

মনিবগিন্নী পুডিংটা এনে টেবিলে ধ'রে দিলেন। মনিব একগাদা পুডিং তুলে নিয়ে একটা পাত্রে রাখলেন। পাছে গরম গরম খেতে গিয়ে সেরকোর মুখ পুড়ে যায়, সেজন্যে মনিব তা'তে ফুঁ দিতে লাগলেন।

সেরকো তখন ভাবছে ঃ 'নেকড়ে আমার এই-যে উপকার করলো, যেমন ক'রে হোক এর বদলে আমাকেও নেকড়ের উপকার করতে হবে।'

এদিকে হলো কী—মনিব ঠিক ক'রলেন তাঁর বড়ো মেয়ের বিয়ে দেবেন। সেরকো মাঠে গেল। নেকড়েকে দেখতে পেয়ে বললোঃ

"রবিবার সন্ধ্যেবেলা তুমি আমাদের সব্‌জিবাগানে এসো। আমি তোমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবো। তুমি আমার যে-উপকার করেছিলে, আমি তখন তা'র প্রতিদান দেবো।"

নেকড়ে রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে রইলো। তারপর সেরকো যেখানে বলেছিলো সেখানে গিয়ে হাজির হ'লো। এদিকে ঠিক সেই দিনেই বিয়ের হৈ-হল্লা চলছিল। সেরকো নেকড়েকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাবার টেবিলের তলায় লুকিয়ে রাখলো। তারপর টেবিলের উপর থেকে ভদ্‌কার বোতল আর বেশ খানিকটা মাংস মুখে ক'রে লে নেকড়ের কাছে টেনে নিয়ে গেল। অতিথিরা কুকুরটাকে মারতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মনিব মাঝে প'ড়ে বললেনঃ

"সেরকোকে মেরো না। ও আমার উপকার ক'রেছে। আমিও তার বদলে, সেরকো যতদিন বেঁচে থাকবে, তা'কে আদর যত্নে রাখবো।"

সেরকো তখন টেবিল থেকে সবচেয়ে ভালো ভালো মাংসের টুক্‌রোগুলো তুলে নেকড়ের কাছে নিয়ে গেল। নেকড়েকে সে এমনই খাওয়ালো যে, নেকড়ের হ'লো মহা ফূর্তি। সে বললোঃ

"আমার গান গাইতে ইচ্ছা করছে!"

সেরকো ভড়কে গেল, বললোঃ "গান গেয়ো না, তোমারই খারাপ হবে। তা'র চাইতে বরং তোমাকে আরও ভদ্‌কা এনে দিচ্ছি। দোহাই তোমার, চুপটি ক'রে থাকো।"

নেকড়ে আরও খানিকটা ভদ্‌কা খেলো। তারপর বললোঃ "এবার কিন্তু আমি সত্যিই গান গাইবো!"

ব'লেই টেবিলের তলা থেকে কী গানই না সে শুরু করলো। ...অতিথিরা যে যা'র জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো—ছুটলো এদিকে

সেদিকে, ঢুকতে গেল টেবিলের তলায়—কিন্তু সেখানেই নেকড়ে! কতক তো ভয়ে ছুটেই পালালো। আবার কেউ কেউ নেকড়েকে মারতে গেলো। কিন্তু নেকড়ের উপরে চেপে রয়েছে সেরকো—যেন সে দম বন্ধ ক'রে তা'কে মেরেই ফেলবে। মনিব তখন ব'লে উঠলেন ঃ

"নেকড়েকে মেরো না তোমরা, তা হ'লে সেরকোকেই মেরে ফেলবে! সেরকো নিজেই নেকড়েকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে—তোমরা হাত দিতে যেয়ো না!"

সেরকো তখন নেকড়েকে মাঠে নিয়ে গেল। তা'কে বললো ঃ "তুমি আমার উপকার ক'রেছিলে। আমিও তোমার উপকার করলাম।"

তারপর তা'রা বিদায় নিয়ে যে যা'র পথ ধরলো।
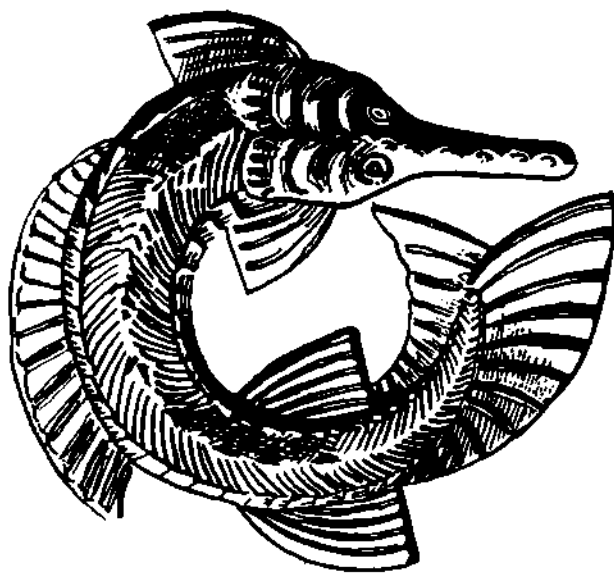
॥ মস্কো ও লেনিনগ্রাদ হইতে 'গোসুদার্স্তভেন্নোইয়ে ইজ্‌দাতেল্‌স্তভো দেত্‌স্কোই লিতেরাতুরী মিনিস্তের্স্তভা প্রস্‌ভেশ্চেনিয়া র.স.ফ.স.র' কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ম রিলস্কি কর্ত্তৃক সম্পাদিত "উক্রাইনস্কিয়ে নারদনিয়ে স্কাজ্‌কি" (১৯৫৪) হইতে নির্ব্বাচিত চারটি গল্প ॥

॥ মূল রুশ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন ॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সান্যাল

॥ মূলের সহিত মিলাইয়া অনুবাদ সম্পাদনা করিয়াছেন ॥

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু গোস্বামী

॥ প্রচ্ছদপট ও ভিতরের ছবিগুলির মধ্যে পাঁচটি মূল রুশ গ্রন্থে প্রকাশিত ছবির প্রতিলিপি

॥ চিত্রশিল্পী ॥

এ. রাচেভ

॥ মুদ্রাকর ॥

এস. দে

হিন্দ পেপার প্রিণ্টার্স

৭১৯ লোয়ার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-১৪

॥ প্রকাশক ॥

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

॥ অফসেট প্লেট ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর নিজস্ব প্রোসেস ডিপার্টমেন্টে প্রস্তুত ॥

॥ প্রচ্ছদপট ও ভিতরের ছবি 'জেটাপ্রিন্টন ৩০' অফসেট মেশিনে ছাপা ॥

সাইজ—১১×৯ ইঞ্চি, ২৪ পৃষ্ঠা। ১৮ পয়েন্ট টাইপ। প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭—৫০০০

মূল্য—এক টাকা